2.12. শহরের কর্মধারা (Functions of Town) :

কোনো শহরের অবস্থান, তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সাপেক্ষে অবস্থান প্রভৃতি ওই শহরের কর্মধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে। শহরের শ্রেণিবিভাগ আমরা কর্মপরিধির ওপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করি। যে শহরে কাজের প্রাধান্য বেশি সেই শহরকে সেই কাজের অন্তর্গত করা হয়। যেমন— প্রশাসনিক শহর, খনিশহর, সাংস্কৃতিক শহর ইত্যাদি।

(i) প্রশাসনিক শহর (Adminstrative Town) : কোনো জেলা, রাজ্য, দেশের প্রধান প্রধান প্রশাসনিক স্থানকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক শহর গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোনো রাজ্য বা দেশের রাজধানীগুলি প্রশাসনের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠেছে **লন্ডন, ইসলামাবাদ, ওটোয়া, ওয়াশিংটন** প্রভৃতি প্রশাসনিক শহরের উদাহরণ।

(ii) প্রতিরক্ষার শহর (Defensive Town) : অতীতে এবং বর্তমানে নিরাপত্তা জনিত কারণে অনেক কেন্দ্র শহর গড়ে ওঠে। সৈন্য, বিমানবাহিনী, দেশের উপকূল রক্ষীবাহিনীদের নিরাপদ শহরে রাখা হয়। এই ধরনের শহর বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন—গ্যারিসন শহর, দুর্গশহর, নৌশহর, বিমান বাহিনীকেন্দ্র।

এই ধরনের শহর হল— পোর্টসমাউথ (ইংল্যান্ড), কোটাটিঙ্গি (মালয়েশিয়া) প্রভৃতি; ভারতের উদয়পুর, যোধপুর দুর্গশহর, ব্যারাকপুর এবং পুনে গ্যারিসন শহরের উদাহরণ; পশ্চিমবঙ্গের কলাইকুন্ডা বিমানবাহিনী শহর (Air-base-town) এবং নৌশহর হল কোচি ও ভবনগর।

(iii) সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (Cultural Centre) : শহর শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে বেশি পরিচিত। ধর্মীয় সংস্কৃতি, কলা, স্থাপত্য প্রভৃতি কাজের জন্যও কিছু কিছু শহর বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

শিক্ষামূলক কেন্দ্র হিসেবে কেম্ব্রিজ, হিডেলবার্গ, অক্সফোর্ড, বারাণসী, বোলপুর, আলিগড় প্রভৃতি শহর বিখ্যাত। সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে হলিউড, ক্যালিফোর্নিয়া, কান শহরগুলি অতি পরিচিতি।

ধর্মীয় শহর হিসেবে রোম, লাসা, জেরুশালেম, মক্কা, বারাণসী গুরুত্বপূর্ণ।

(iv) সংগ্রাহক কেন্দ্র (Collection Centre) : খনিজ তেল উত্তোলন কেন্দ্র, মৎস সংগ্রাহক কেন্দ্র, কাঠ সংগ্রাহক কেন্দ্রেও শহর গড়ে ওঠে। এসব জায়গায় শিল্পাঞ্চলও গড়ে ওঠে।

বিভিন্ন খনিজের আকরিক কেন্দ্রে (আকরিক লোহা, তামার আকরিক প্রভৃতি) শহর গড়ে। এসব শহরের প্রধান কাজ খনিজ সম্পদ সংগ্রহ করা। **আফ্রিকার জোহানেসবার্গ** শহর হিরে খনিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

(v) মৎস বন্দর (Fishing Port) : সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে বন্দর এবং পোতাশ্রয়ের নিকট মৎস্য আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে মৎস্য বন্দর শহর তৈরি হয়। এসব শহরে মাছ ধরা, মাছ শুকনো করা, আমদানি, রপ্তানি, নৌকা তৈরি, মাছের হিমাগার তৈরি প্রভৃতি কাজকর্ম চলে। **পশ্চিমবঙ্গের জুনপুট, ফ্রেজারগঞ্জ** এই ধরনের শহর।

(vi) কাঠ সংগ্রাহক কেন্দ্র (Wood Collection Centre) : নাতিশীতোয় অরণ্য অঞ্চলে সরলবর্গীয় উদ্ভিদের নরম কাঠ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ফলে এসব কাষ্ঠ সম্পদকে কেন্দ্র করে কাষ্ঠ শিল্প গড়ে উঠেছে। এসব জায়গায় অনেকক্ষেত্রে শহর গড়ে ওঠে।

কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন, মায়ানমার, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে এই ধরনের শহর গড়ে উঠেছে।

(vii) উৎপাদন কেন্দ্র (Production Centre) : যেসব অঞ্চলে শ্রমশিল্প গড়ে ওঠে, সেখানেও শ্রমশিল্প গড়ে ওঠে। যেমন— আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের **পিটসবার্গ** শহরে লৌহ-ইস্পাত কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। শিল্প বিপ্লবের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিল্প শহর গড়ে উঠেছে। শিল্প শহরে যোগাযোগ ব্যবস্থাও ভালো করে গড়ে ওঠে। এজন্য কাঁচামাল ও বাজারের মধ্যবর্তী স্থানেও শহর গড়ে উঠতে পারে।

(viii) বাজার শহর (Market Town) : অভ্যন্তরীণ কিংবা বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলি শহর গড়ে ওঠে। ফলে গ্রামীণ বসতি অপেক্ষা এসব অঞ্চলে পৌর বসতির একাধিপত্ব লক্ষ্যণীয়।

ভারতের মুম্বাই, যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক বর্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্যের পীঠস্থানে পরিণত হয়েছে।

(ix) বন্দর শহর (Port Town) : আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের সুবিধার জন্য বন্দরকে কেন্দ্র করে বন্দর শহর গড়ে ওঠে। আমদানি-রপ্তানিমূলক কাজই এসব শহরের প্রধান কাজ।

কলম্বো, হংকং, ঢাকা, সিঙ্গাপুর বন্দর শহরের উদাহরণ।

(x) আবাসিক শহর (Residential Town) : কিছু কিছু শহরের প্রধান কাজ হল জনসমাবেশ গড়ে তোলা। তাই অসংখ্য ঘরবাড়ি তৈরি সারাবছর চলতে থাকে। বাগান এবং বাজার ও গড়ে তোলা হয়।

Suburban, Dormitory town, New town, Over Spill town —এগুলি আবাসিক হিসেবে পরিচিত। **ব্রিটেনের কিম্বারল্যান্ড, মালয়েশিয়ার পিটালিং জায়া** এই ধরনের শহরের উদাহরণ, এসব শহর রেলপথে এবং সড়কপথে দেশের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে যুক্ত থাকে।